ঢাকা থেকে মেহেরপুরে নানা বাড়িতে এসে নিখোঁজ থানায় জিডি

ঢাকার মিরপুর থেকে মেহেরপুরে নানা বাড়ি বেড়াতে এসে নিখোঁজ হয়েছেন দিপ্তী খাতুন (১৫) নামের এক ছাত্রী।

দিপ্তী খাতুন ঢাকার মিরপুর-১,এলাকার রেজাউল হকের মেয়ে।

এঘটনায় দিপ্তী খাতুনের মামা সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে রফিকুল ইসলাম সদর থানায় হাজির হয়ে একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরি নং ২৪১, তারিখ ০৫/১০/২০২২ ইং।

ডাইরিতে তিনি লিখেছেন, আমার ভাগ্নে দিপ্তী খাতুন গত মাসের ২৯ তারিখে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। তার জন্মদিন হওয়ায় সকাল আনমানিক ৮ টার দিকে কেক নেওয়ার জন্য মেহেরপুর শহরে আসে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে ফিরে আসেনি।তার পিতার বাড়ি,সহ আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে খোঁজাখুজি করেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা, মুখমন্ডল গোলাকার, মাথার চুল ছোট, পরনে কালো রং এর স্কাট ফোরাক, এবং মোবাইল ফোন রয়েছে বলে জানান মামা রফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুরে সাংবাদিক গোলাম মোস্তফার বাড়ির মটর চুরি

চ্যানেল আই ও যায়যায় দিন পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি গোলাম মোস্তফার বাড়ির পানির লাইনের মটর চুরি হয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় সাংবাদিক গোলাম মোস্তফার ক্যাশবপাড়াতে নির্মাণাধীন বাড়ি থেকে এই মটরটি চুরি হয়।

সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা বলেন, বৃহস্পতিবার সকালে নির্মাণাধীন

বাড়ির ছাদ ঢালাই হওয়ার কথা। পানির লাইনের মটরটি ওই নির্মাণাধীন বাড়িতেই রাখা ছিল। রাতের কোনো এক সময় চোর মটরটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

এনজিও আশা’র বাওট ব্রাঞ্চের নিখোঁজ বাবুর্চির পরিবারের সংবাদ সম্মেলন

বেসরকারী এনজিও আশা’র গাংনী উপজেলার বাওট ব্রাঞ্চের বাবুর্চি হৃদয়কে জীবিত অথবা মরদেহ উদ্ধারের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার পরিবার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন। এসময় তার শিশু কন্যা আনিশা খাতুন(৩), পিতা মিন্টু হোসেন ও মা আক্তার বানু উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

মায়ের পক্ষে লিখিত বক্তব্যে পাঠ করেন হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন। তিনি বলেন, ঘটনার দুই দিন পার হয়ে গেলেও হৃদয়কে জীবিত অথবা মৃত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তিনি অভিযোগ করেন হৃদয় নিখোঁজ থাকলেও তাকে বের করার জন্য পুলিশ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ আমাদের বাড়িতে গিয়ে নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানোসহ হুমকী ধামকী দিচ্ছেন।

লিখিত বক্তব্যে আরো বলেন, এনজিও সংস্থা আশা’র বাওট ব্রাঞ্চের ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলাম ও কিস্তি অফিসার সামিয়ার সাথে অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমার ছেলে তাদের অনৈতিক সম্পর্ক দেখে নিষেধ করে। এঘটনায় ম্যানেজার আমিনুল ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারধর ও দেখে

নেওয়ার হুমকী দেন।

হৃদয় তাদের দুজনার অসামাজিক কাজের একটি ভিডিও ধারণ করেছিলেন। সেই ভিডিও নেওয়ার জন্য ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম হৃদয়কে নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে আসছিল।

১ অক্টোবর বাড়ি থেকে আশা সংস্থার বাওট অফিস নিজ কার্যালয়ে যাওয়ার কথা বলে সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে বের হয়ে আসে হৃদয়। তারপর থেকে হৃদয়ের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

পরের দিন সকালে আশা অফিসে খুঁজতে এসে অফিসের ভিতরে রক্ত এবং একটি বটি উদ্ধার করে লোকজন। এর আগে আশা অফিসের লোকজন সবাই পালিয়ে গেলেও স্থানীয়দের হাতে ধরা পড়েন ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম। স্থানীয় লোকজন তাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

এসময় হৃদয়ের স্ত্রী কনা খাতুন বলেন, আমার স্বামী আমাকে বলেছিল ওই ম্যানেজার হুমকী দিয়েছে। সে আমাকে বলেছে তোকে আমি বাঁচতে দেবোনা। তোর ভিটিতে ঘুঘু চরাবো। তোর লাশটাও তোর পরিবার পাবেনা।ওই ভিডিও নেওয়ার জন্য আমার স্বামীর মোবাইল নং এ অপরিচিত মোবাইল নং থেকে ফোন দিতো। তারা বলতো বাওট বাজার থেকে তোকে মাইরি ফেলাবো।

তিনি ওই দিনকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তার সাথে আমার রাত ৮ টার দিকে প্রথম কথা হয়েছে। সে বলেছিল কারেন্ট নাই। আমি নিচে বসে আছি। পরে রাত ১১ টার দিকে আবারও ফোন দিয়ে বলেছিল আমার কিছু ভাল লাগছেনা। ঘুম আসছেনা। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে উঠে আর তার ফোনে ঢুকতে পারিনি। ফোন বন্ধ পেয়েছি।

তিনি বলেন পুলিশ এবং আশা এনজিওর লোক আমাদের পরিবারকে চাপ দিচ্ছেন আমার স্বামীকে বের করার জন্য। তিনি দাবী করেন আমার স্বামীকে পুলিশ উদ্ধার করে দিক। সে যদি অন্যায় করে তার যে সাজা হবে দিক। আর যদি তার লাশ পাই তাহলে আমি ওই এনজিওকে দায়ী করবো।

এঘটনায় আক্তার বানু তার ছেলে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। যার নং ১৬২, তারিখ ০৪/১০/২০২২ ইং।

দর্শনা-গেদে স্থলপথে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত সরকার

মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ হওয়ার পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট যাত্রীরা ভারতে যাতায়াত করতে পারছেন না। এতে ১৪/১৫টি জেলা শহরের মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়েছেন, তেমনি গত আড়াই বছরে এই বন্দর থেকে সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে।

করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে ভারত থেকে মালামাল আমদানি শুরু হয়।

২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকাপড়া বাংলাদেশীদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনা-গেদে হয়ে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে বলে পুলিশ জানায়। সব শেষে চলতি বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি।

কুষ্টিয়ার আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্ট যাত্রী দর্শনা চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গাসহ এ অঞ্চলের ১৪/১৫টি জেলার মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বেনাপোল-হরিদাসপুর দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

এতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। যাতায়াত খরচ লাগছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানালেন, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা

চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেলস্টেশনে হেঁটেই যাওয়া যায়। সেই হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ’ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা আর বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জনপ্রতি খরচ হয় দেড়শো টাকা।

দর্শনা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানান, ২০২১ সালের ১৭ মে মেডিক্যাল বিজনেস ভিসা চালু হলেও গত ৫ ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ভারতীয়রা সব ভিসায় দর্শনা স্থলপথে যাতায়াত করছে। দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক জানান, আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী দুই দেশের নাগরিকদের জন্য দুই রকম নিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

দর্শনা সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু জানান, দর্শনা-গেদে স্থলপথে ২০২০ সালের আগে প্রতিদিন এক হাজার থেকে ১২ শ’ পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করতেন। সেই হিসেবে প্রতিদিন চার-পাঁচ লাখ টাকা অর্থাৎ ৩০ মাসে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১০৭ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমস সুপার শুভাশীষ কুণ্ডু জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন রমরমাভাবে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশীদের জন্য এ পথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হলে আগের মতোই পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করবেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জানান, শিগগিরই দর্শনা-গেদে স্থলপথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি লোকমোর্চা ও দর্শনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

চুুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান জানান, এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

কমিটির সভাপতি আকরামুল হক, বারাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সাথে বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকার সাথে যৌণ কেলেংকারীর ভিডিয়ো প্রকাশ করে দেই। এসময় তারা এসএসসি পরীক্ষার ফ্রম ফ্লাবের নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, ভর্তি ফিসসহ নানা অজুহাতে অর্থগ্রহণের অভিযোগ করেন।

এছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ ২০২১-২২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত অর্থ সরকারীভাবে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও অদ্যবধি সে টাকা ফেরত দেননি। শিক্ষার্থীরা বারবার তার কাছে আসলেও সে টাকা ফেরত দেইনি।

সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকরা বলেন, প্রধান শিক্ষক সৈরাচারী কায়দায় সব ধরণের কাজ করে থাকেন। আমাদের কোনো কিছুই জানান না তিনি। অতিরিক্ত টাকা পয়সা উত্তোলনসহ নানা অভিযোগ তোলেন তার বিরুদ্ধে।

এদিকে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করাই এলাকায় শিক্ষার্থীরা মিষ্টি বিতরণ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গাংনীতে মোটরসাইকেল দূর্ঘটনায় তিন জন আহত

গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া বাজারে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, পিরতলা গ্রামের জামিল হোসেন (১৭) ও সাহেবনগর গ্রামের ওলিউল্লাহ (২২) আরাবুল ইসলাম(২২) আহত হন।

আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে বামন্দীর একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। পরে আরাবুল হকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৫অক্টোবর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া বাজারে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আলম হুসাইন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’

মেহেরপুর শহরের যাদবপুর সড়কে ‘সোনালী ফাউণ্ডেশন’ নামের একটি এনজিও সংস্থা গ্রাহকদের কাছে থেকে ঋণ দেওয়ার নাম করে অর্ধ কোটি টাকা নিয়ে উধাও হয়েছে।

মঙ্গলবার ঋণ নিতে এসে গ্রাহকরা দেখেন আসবাবপত্র নিয়ে অফিস গুটিয়ে পালিয়েছে এনজিওর কর্মকর্তারা। এসময় সেখানে তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং অভিযুক্তের বিচার দাবী করেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, যাদবপুর, শহরের হোটেল বাজারসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গ্রাহক সংগ্রহ করে ঋণ দেওয়ার নামে ১০ শতাংশ করে জামানত সংগ্রহ করে সংস্থাটি।

আমঝুপির সাথি খাতুন জানান, ১০ লাখ টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলে তার সাথে ১ লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে। বুধবার তার ঋণের ১০ লাখ টাকা দেওয়া কথা। কিন্তু সকালে অফিসে এসে দেখতে পান অফিসে কেউ নেই। আসবাবপত্রও নেই।

তিনি বলেন, তার স্বামীকে গোপন করে তিনি এ টাকা দিয়েছেন। তার স্বামী জানতে পারলে তাকে বাড়িতে উঠতে দেবে না। এখন পথে বসা ছাড়া উপায় নেই।

একই গ্রামের হেলাল জানান তার সাথেও ১০ লাখ ঋণ নেওয়ার কথা বলে ১ লাখ নেওয়া হয়েছে, হাসিয়ারা দিয়েছেন ৪০ হাজার, শিল্পি খাতুন ৪০

হাজার, নৈতন খাতুন ৩০ হাজারসহ আমঝুপি গ্রাম থেকে ৯ জন দিয়েছেন ৪ লাখ টাকা। এসময় তাদের কাছে কোন পাসবই কিংবা কোন রশিদ আছে কিনা জানতে চাইলে বলে সংস্থাটি কিছুই দেয়নি।

যাদবপুরের সাজেদা খাতুন এক লাখ ঋণ পাবেন বলে দিয়েছেন ১০ হাজার টাকা, মর্জিনা খাতুন দিয়েছেন ৫হাজার টাকা, হিরা খাতুন ৭ হাজার, আনোয়ার হোসেন ৭ হাজার টাকা। কালাচাদপুরের ভ্যান চালক আক্তার হোসেন ২ লাখ টাকা ঋণ পাবেন বলে দিয়েছেন ২০ হাজার। ঋণ নিতে এসে অফিস উধাওয়ের খবর পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এছাড়াও সকাল থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রাহকরা এসে অফিসে কাউকে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সেখানে অবস্থান নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের এস আই মোয়াজ্জেম হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রাহকদের শান্ত করেন। এবং এনজিও কর্মকর্তাকে আইনের আওতায় এনে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি গ্রাহকদের আশ্বাস দেন।

জানা গেছে, সপ্তাহ খানেক আগে বিপ্লব নামের একজনের কাছে থেকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তারা অফিস করেন। হঠাৎ করে দুএকদিন আসা যাওয়া করেন। আজ গ্রাহকদের ঋণ দেওয়ার দিনে তারা আসবাবপত্র নিয়ে উধাও হয়েছে। তবে তাদের কোন সাইনবোর্ড কখনো কেউ দেখতি পাননি বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

তবে জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজী কাদের ফজলে রাব্বী বলেন, “সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের কোন এনজিওর অনুমোদন নেই। এক ধরণের প্রতারকরা নাম সর্বস্ব এনজিও খুলে মানুষের কাছে থেকে টাকা লগ্নি করে উধাও হচ্ছে। এদের থেকে সচেতন থাকতে হবে। তাদের কাছে টাকা দেওয়ার আগে অবশ্যই তাদের কাগজপত্র যাচাই করে নিতে হবে”।

এছাড়া জেলা সমবায় অধিপ্তরের খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সোনালী ফাউণ্ডেশন নামের কোন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন তাদের দপ্তরেও নেই।

গাংনীতে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামি গ্রেফতার

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে লাল্টু মিয়া, আলম হোসেনের স্ত্রী ফেন্সি খাতুন ও আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী মাসুরা খাতুন। সিআর ১৫১/২১ মামলায় তাদের নামে আদালতের পরোয়ানা জারি করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আজ বুধবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন এমপি টগর

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা ০২- আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল রাতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধ পাতলা গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দির, ডুগডুগি গ্রামের, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, জয়রামপুর দাশপাড়ার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির, দামুড়হুদা মালোপাড়া মাতৃ মন্দির, ও দাসপাড়া দূর্গা

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বনাম লোকনাথপুর একাদশ। খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাবের অধিনায়ক ১০নং জার্সি পরিহিত রায়হান কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল।